যুগান্তর

তারিখ ... SEP 10 2006 ...
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

শাবি উপাচার্যের অনিয়ম ও দুর্নীতির কথা জানালেন বিএনপিপন্থী শিক্ষকরা

● মঞ্জুরি কমিশন চেয়ারম্যানের সঙ্গে বৈঠক

যুগান্তর রিপোর্ট

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবি) বিতর্কিত উপাচার্য ড. মোসলেহউদ্দীনের নানা অনিয়মের ফিরিস্তি তুলে ধরলেন একই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপিপন্থী শিক্ষকরা। তারা পদত্যাগী উপাচার্যকে অপসারণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার পক্ষে জোরালো মত দিয়েছেন। শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এম আসাদুজ্জামানের বাসায় অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে বিতর্কিত উপাচার্যের নানা অনিয়মের বিরুদ্ধে সোচ্চার বক্তব্য রাখেন শাবি শিক্ষক সমিতি, সিন্ডিকেট সদস্য এবং প্রক্টরিয়াল বডির সদস্যরা। ১৭ সেপ্টেম্বর উপাচার্যের নানা অনিয়ম তদন্ত ও বিদ্যমান সঙ্কট নিরসনে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বৈঠকে শাবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. মোস্তফা হাসান, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, সহ-সভাপতি প্রকৌশলী ড. ইকবাল, প্রক্টর ও সিন্ডিকেট সদস্য ড. সাজেদুল করিম, সিন্ডিকেট সদস্য শফিকুর রহমান চৌধুরী, সহকারী প্রক্টর ড. আশরাফ ও অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি প্রকৌশলী জয়নুল আবেদীন উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে শিক্ষকরা উপাচার্যের বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির চিত্র মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছে তুলে ধরেন। শিক্ষকরা বলেন, উপাচার্য দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে একাই উপ-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষের পদ দখল করে আছেন। তিনি অর্থমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিবের দোহাই দিয়ে নানা অনিয়ম করেছেন। নিজের স্বার্থ হাসিলে মনোযোগী থাকলেও উদ্যোগ নিচ্ছেন না। সিনিয়র শিক্ষকদের পদোন্নতির ফাইল দীর্ঘদিন আটকে রাখা, নিয়মিত অফিস না করা, শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের আশ্রয় নেয়াসহ নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি তুলে ধরেন তারা। শিক্ষকরা আরও জানান, ১৪ মে সংঘটিত অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্য উপাচার্যই দায়ী। কেননা, উপাচার্য ওই ঘটনার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য শিক্ষকদের সহযোগিতা পর্যন্ত চাননি। শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন যোগ্য উপাচার্য নিয়োগের দাবি জানিয়ে বলেন, একজন অযোগ্য উপাচার্যের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকতে পারে না। শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা নিরসনে আন্দোলনরত বামপন্থী শিক্ষকদের সঙ্গে কমিশন চেয়ারম্যানকে আলোচনায় বসার আহ্বান জানান। শিক্ষকরা উপাচার্য নিয়োগের জন্য মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যানকে অনুরোধ জানান বলে জানা গেছে। শিক্ষকরা বিতর্কিত ওই উপাচার্যকে সৃষ্ট সঙ্কটের মধ্যে পুনরায় উপাচার্য হিসেবে বহাল রাখারও তীব্র সমালোচনা করেন।

বৈঠক সম্পর্কে শাবি শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম যুগান্তরকে জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান সঙ্কট ও ক্যাম্পাস সচল করা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে উপাচার্যের নানা অনিয়মের বিষয়েও বক্তব্য রেখেছেন উপস্থিত সদস্যরা।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর ও সিন্ডিকেট সদস্য ড. সাজেদুল করিম বৈঠক সম্পর্কে যুগান্তরকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে বলেছি। কার পক্ষে গেল আর বিপক্ষে গেল সেটা মুখ্য নয়। শিক্ষার্থীদের বৃহত্তর স্বার্থেই বিশ্ববিদ্যালয় সচল করা প্রয়োজন। প্রসঙ্গত ১৪ মে থেকেই শাবি